শেরপানি পেম্বা দোলমা (৭ জুলাই ১৯৭০ -- ২২ মে ২০০৭) সুমন্ত রায়।

[সুমন্ত রায়। পেশায় ওষুধ বিপণী সংস্থার কর্মী। পাহাড়ের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, আর অভিযান বা অভিযাত্রীদের গল্প খুঁজে বেড়ানো – এসবই ওঁর লেখার বিষয় হয়ে উঠেছে। নিজের কলমে গোপন ইতিহাসকে সবার সামনে নিয়ে আসা, তাঁকে বাচিয়ে রাখার চেষ্টা। এই নিয়ে বেশ আছে সুমন্ত।]

ছোট্ট মেয়েটা প্রায় শোনে বড় বড় পেটমোটা ইয়াক গুলো গলার ঘন্টা টুংটাং টুংটাং বাজিয়ে পিঠ-ভর্তি বোঝা নিয়ে নামচে বাজারের সরু গলির মধ্যে দিয়ে কোথায় একটা যায়। সেটা সত্তরের দশক। তখন আমাদের কলকাতার পরিস্থিতি ভয়ংকর। কিন্তু আমাদের গল্পের জায়গাটা শান্ত। আদিগন্ত বেষ্টিত পর্বতকোলের এক গ্রাম নামচেবাজার। তার কোনও এক ঘরের এক জানালা দিয়ে ছোট্ট দুটো চোখ দেখতে থাকে রঙবেরঙের জ্যাকেট পরা প্রচুর মানুষের হেঁটে যাওয়া ঐ দূর পাহাড়ের দিকে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। কোথায় যায় ওরা!

সেই সময় এভারেস্ট এক্সপিডিশন এর ঝোঁক বেশ বেড়ে গেছিলো বিভিন্ন দেশের পর্বতারোহীদের মধ্যে। ওই যে, এডমন্ড হিলারি আর তেনজিং নোরগের তৈরি পৃথিবীর ইতিহাস। ১৯৫৩, ২৯ মে এভারেস্টের মাথায় পড়েছে মানুষের পায়ের ছাপ। তারপর কেটে গেছে অনেক বছর। মানুষের প্রতি ভালোবাসা, পাহাড়ের প্রতি ভালোবাসার প্রতিফলন, কুনজম এ তৈরি হিলারির স্কুল। সেখানেই পড়াশুনো শেষ করে ১৯৮৭ সালে। পৃথিবীর বুকে ডানা মেলতে প্রস্তুত এবার সেই ছোট্ট মেয়েটা। প্রকৃতির ডাক তাকে করে তুলেছে অবাধ্য। পাহাড়চূড়া তাকে প্রত্যেকদিন হাতছানি দিয়ে ডাকে। সে নিজেকে প্রস্তুত করে পাহাড়ের জন্য, সবরকমে।

পড়াশোনা শেষ করে সুযোগ হ'ল বিদেশ যাওয়ার। পাড়ি দিলেন ইউরোপ। সেখানে গিয়ে চলল আরও উচ্চতর শিক্ষা। দক্ষতা অর্জন করলেন ন'টি ভাষায়। এর সাথে সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্যতম হাতিয়ার কম্পিউটার বিজ্ঞান নিয়ে হলেন পারদর্শী । কিন্তু কোনদিনই ভোলেননি তার সেই পাহাড়ের বুকে ছোট্টগ্রাম নামচেবাজার-কে।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষাই সম্পদ। তাই নেপালের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য চাই অর্থ। উঠে পড়ে লাগলেন অর্থ সংগ্রহের জন্য। অক্লান্ত পরিশ্রম করে তৈরি করলেন "SAVE THE HIMALAYAN CHARITY..." বিদেশে থাকাকালীন নিজের পর্বতারোহণের শিক্ষাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন, আরোহণ করেছেন অ্যালপাইন পর্বতের নানা চূড়ায়।

দেশে ফিরে বাচ্চাদের পড়াশোনা দেখার সাথে সাথে নিজের পর্বতারোহণও রেখেছেন অব্যাহত। জয় করেছেন মেরু পিক, লোবুচে ইস্ট এবং আইল্যান্ড পিক। সময়ের সাথে সাথে বুকের ভিতরে দানা বেঁধেছে আরো বড় স্বপ্ন। ৮০০০ মিটার উচ্চতায় শুধুমাত্র পুরুষরাই কেন, মেয়েরাও কি পারে না?

"CLIMB HIGH HIMALAYAN COMPANY"-তে প্রধান অধিকর্তা হিসেবে নিয়োগ হওয়ার সাথে

সাথে পাহাড়ে চড়ার স্বপ্ন ক্রমশ বেড়ে চলেছে, কিন্তু অর্থের যোগান নেই। জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু ছাড়া অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করলেন অর্থ উপার্জনের। উদ্দেশ্য একটাই, উচ্চতর পর্বতে আরোহণ। কিন্তু বিবেচনায় কোনও নির্দিষ্ট পর্বত নেই।

সেই ছোট্ট মেয়েটা নাবালিকা থেকে হয়ে উঠেছেন পেম্বা দোলমা। ১৯৯৯ সাল, সুইস এভারেস্ট এক্সপিডিশন টিম থাকতে এলেন ওনারই বাড়িতে। তিব্বত-এর দিক থেকে তাঁরা চড়বেন সাগরমাতার মাথায়। দীর্ঘ আলোচনায় জানতে পারলেন তিনজন মহিলা সদস্য রয়েছেন। স্থির করলেন তিনিও যাবেন এভারেষ্ট অভিযানে। অংশগ্রহণ করার অনুমতি পেলেন। কিন্তু ছিল না আর্থিক সহযোগিতা, তাই সঞ্চিত অর্থ খরচ করেই জোগাড় করলেন নিজের পর্বতারোহণের সরঞ্জাম।

২০০২ এ ওই সুইস টিমের সাথেই শুরু হ'ল অভিযান। বেসক্যাম্প থেকে শেরপারা অভিযাত্রী সদস্যদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন, থেকে গেলেন একা পেম্বা। সিদ্ধান্ত নিলেন একাই যাবেন। রংবুক হিমবাহের ধাঁধাজট পেরিয়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। লক্ষ্য, পরবর্তী ক্যাম্প। রাতে নিজের খাবার নিজে তৈরি করেন, একা একা নিজেকে প্রস্তুত করেন পরের দিনের জন্য। এভাবেই চলে। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা অথবা পাহাড়ের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ওঁকে করে তুলেছিল আরও শক্তিশালী। মনে-মনে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তিনি নিজেকে সমর্পন করেছিলেন সাগরমাতার কাছে।

ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ। আর ফিক্স-রোপ এর সাহায্যে এগিয়ে চলেছেন পেম্বা দোলমা শেরপা। ক্যাম্প থ্রি অতিক্রম করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে। চীনের সময় অনুযায়ী সকাল ন'টায় তৈরি হল বিশ্বের নতুন ইতিহাস। ১৯ মে, ২০০০। প্রথম মহিলা শেরপা তিব্বতের দিক থেকে পা রাখলেন সাগরমাতার মাথায়। ন্যূনতম সামগ্রী নিয়ে তিনি তৈরি করেছিলেন এই অসামান্য ইতিহাস।

২০০১ সালে তিনি এই মর্মে আবেদন জানালেন, তিনি একাই এভারেস্ট এক্সপিডিশনে যাবেন নেপালের দিক থেকে। সেইসময় ওঁর ভাই নিমা নুরু নিজের একটি ট্রেকিং কোম্পানি চালান। একটি

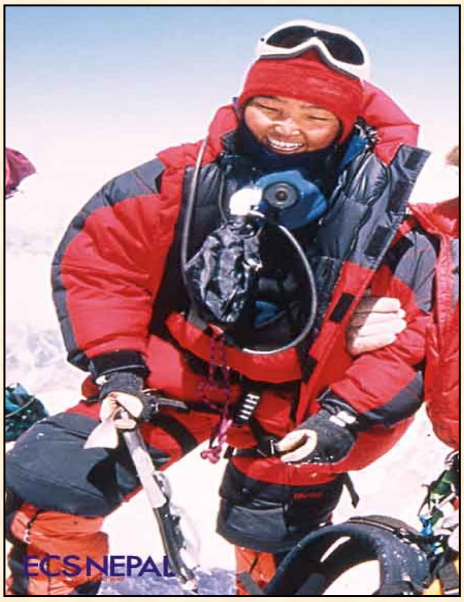

ইটালিয়ান এভারেস্ট টিমকে সাহায্যের জন্য বেসক্যাম্প মেম্বার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞ এক শেরপাকে। এভারেস্ট এক্সপিডিশন যে কোনও শেরপার কাছেই শুধু লোভনীয় নয়, যোগ্যতা প্রমানের পাকাপোক্ত নথিও বটে। যাক, ফাইনাল টিম থেকে বাদ গেল সেই শেরপা। তাকে নিয়েই পেম্বা চললেন এভারেস্ট অভিযানে। ১৪ মে দুজনেই পৌঁছে গেছেন এভারেস্টের সাউথ কলে, কিন্তু অসম্ভব খারাপ আবহাওয়া। ভেবেছিলেন ১৫ মে সামিট করবেন, হ'ল না। রাতের দিকে সব শান্ত মনে হতে সেই রাতেই বেরিয়ে পড়লেন। ১৬ মে ২০০২, সকাল ০৮-৪৫ (নেপালি সময়)-এ ওঁরা পৌঁছে গেলেন চূড়োয়। পেম্বা দোলমার একক অভিযান সম্পূর্ণ হ'ল। তিনি দ্বিতীয় নেপালি মহিলা যিনি এভারেস্ট নর্থ ও সাউথ কল দুদিক থেকেই জয় করেছেন।

ক'বছর পর তাঁর কোল আলো করে এসেছে মেয়ে লেমি। সালটা ২০০৫। ২৮ শে সেপ্টেম্বর। ক্লায়েন্ট নিয়ে সে তখন চো-ইউ পর্বতে। একের পর এক অভিযানে গিয়েছেন, এখন উনি আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী। রাজেন থাপা ওঁর স্বামী। উনি আর রাজেন মিলেই তো তৈরি করেছেন CLIMB HIGH EX-PIDITION COMANY – দুর্দান্ত ব্যাপার!

একদিকে কন্যাপ্রাণ মা, দায়িত্ববান স্ত্রী, অন্যদিকে তিনি সাহসী অভিযাত্রী। আবার তিনিই ন'টি ভাষায় পারদর্শী। নেপালি মহিলাদের আইকন। অসম্ভব তাঁর পাহাড়-প্রেম।

২২ মে ২০০৭ - প্রথম এশিয়ার মহিলা হিসেবে ছুঁয়ে ফেললেন লোৎসের চুড়া। বিখ্যাত পের্তেম্বা তখন এভারেস্ট বেসক্যাম্প ম্যানেজার। পের্তেম্বা'র সাথে পেম্বার দেখা হয়েছে বহুবার বেসক্যাম্প অঞ্চলে। পেম্বা সবসময়ই শেরপাদের থেকে দুদিন আগে বের হতেন ক্লায়েন্টদের জন্য রোপ ফিক্স করতে। শেরপারা যে রোপ ফিক্স করতেন সেটা লোয়ার লোৎসে পর্যন্ত। কিন্তু কিন্তু উনি আরো ৬০০ মিটার ওপরে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ ডিগ্রি কোণের দুরূহ খাড়াই ধরে উঠে গিয়ে রোপ ফিক্স করে ফেলেছেন প্রায় সামিটের কাছাকাছি। ফিক্স রোপ শেষ হয়েছে, তার

পরেও পেম্বা উঠে যাচ্ছেন। থামলেন শীর্ষে পৌঁছে। নেপালি পতাকা উড়িয়ে দিলেন লোৎসের মাথায়। এবার ফেরার পালা। সামিট ক্যাম্প ছুঁয়ে নামছেন তিন নম্বর ক্যাম্প-এর দিকে। হঠাৎ কী হয়ে গেল। আচমকা পড়ে গেলেন প্রায় হাজার মিটার নিচে!

পেরতেম্বা-রা তখন ক্যাম্প তিনে অপেক্ষায়। ওঁর ক্লায়েন্ট দল সেদিন একটু দেরিতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন ক্যাম্প চার-এর দিকে রওনা দেবেন বলে। আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। ক্লায়েন্ট দল বেরিয়ে পড়ল। হঠাৎ পের্তেম্বা'র কাছে খবর আসে, পেম্বা মিসিং। ওঁর ক্লায়েন্ট রিপোর্ট করে, দূরে চূড়োর অনেক নিচে একজনের মানুষকে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। দেহ চিনে তাঁকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হল থিয়াংবোচে। তখন সব শেষ। থিয়াংবোচে মনাস্টারিতে তাঁকে সমাহিত করা হ'ল, সসম্মানে।

Go where you feel most alive... And let there be a mountain !